মূল শব্দাবলীঃ
আদেশ
শবে ক্বদর
দোয়া করা/ প্রার্থনা করা

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
13 March 2026 / 23 Ramadan 1447H
লাইলাতুল কদর — উত্তম তাকদীর প্রার্থনার মহিমান্বিত রজনী

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَوَفَّقَنَا لِإِدْرَاكِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَلَّامُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَنَامِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

যুমরাতুল মুমেনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁকে সেইভাবেই ভয় করুন, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তাঁর সকল আদেশ যথাযথভাবে পালন করুন এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকুন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের এই তাকওয়াই যেন আজ আমাদের জীবনের পাথেয় হয় এবং আগামীকাল যখন আমরা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হব, তখন তা যেন আমাদের জন্য শান্তি ও মুক্তির কারণ হয়। **আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।**

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

রমযানের শেষ দশ রাত আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। মুসলমান হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি—এ সময়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এই সময়েই আমরা এমন এক বিশেষ রাতের অনুসন্ধান করি, যে রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম—সেটি হলো **লাইলাতুল কদর**।

ইমাম মুসলিম-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ অংশে ইবাদতে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করতেন, যা তিনি অন্য কোনো সময়ে করতেন না। এটি কি আমাদের অন্তরেও একই রকম উদ্দীপনা জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট নয়?

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আদ-দুখান-এর ৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন—

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

"সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত ও সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়।"

হে সম্মানিত ভাইয়েরা,

তাফসীরের বিশিষ্ট আলেমগণ—যেমন ইমাম ইবন কাসীর (রহ.)—ব্যাখ্যা করেছেন যে, লাইলাতুল কদরের রাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আগামী বছরের জন্য রিযিক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন ঘটনার মতো সকল বিষয় নির্ধারণ ও বণ্টন করে দেন।

হে প্রিয় ভাইয়েরা,

নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একজন মুমিন কখনোই **লাইলাতুল কদরের** মহান ফযীলতকে হালকাভাবে গ্রহণ করতে পারে না—বিশেষত যখন আমরা জানি যে এই বরকতময় রাতেই আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জন্য তাঁর ফয়সালা নির্ধারণ করেন। তাহলে প্রশ্ন হলো: আমাদের করণীয় কী?

এর উত্তর আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর একটি হাদিসে লক্ষ্য করতে পারি। তিনি বলেছেন:

"দোয়া পড়া ছাড়া কোনো কিছুই তাকদীরকে প্রতিহত (বা পরিবর্তন) করতে পারে না।"

(ইবন মাজাহ)

অতএব, আসুন আমরা রমযানের অবশিষ্ট রাতগুলোকে কাজে লাগাই এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আন্তরিকভাবে আরো অধিক দোয়া করি। আমরা তাঁর কাছে বহু ধরনের প্রার্থনা করতে পারি; তবে আজকের এই খুতবায় দুটি বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে—

প্রথমত: পরীক্ষার মুহূর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মতো করে সাড়া দেওয়ার শক্তি

মুসলমান হিসেবে আমরা জানি যে এই দুনিয়ার জীবন নিজেই একটি পরীক্ষা। তাই আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি—তিনি আমাদের জন্য যে পরীক্ষাই নির্ধারণ করুন না কেন, তার সাথে যেন ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের তাওফিক দান করেন।

দ্বিতীয়ত: আনুগত্য ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ জীবন

যদি আল্লাহ আমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তবে আমরা প্রার্থনা করি—সেই জীবন যেন তাঁর আনুগত্যে পরিপূর্ণ হয়, তাওবা করার সুযোগে ভরপুর হয় এবং আবার রমযানের সাক্ষাৎ লাভের বরকত দান করা হয়। আর যদি আমাদের সময় তার আগেই এসে যায়, তবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদেরকে **হুসনুল খাতিমা**, অর্থাৎ এমন উত্তম পরিণতি দান করেন যাতে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরের রাতে নামাজে দাঁড়ায়, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”

(বুখারি ও মুসলিম)

যদি আমরা সেই সুযোগ লাভ করি, তবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে **লাইলাতুল কদর** ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে আসতে পারে। আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো মসজিদে ই'তিকাফ করে বা সারারাত নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতে কাটিয়ে ইবাদতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পায়।

তবে আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন, যারা ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। কেউ রাতের শিফটে কাজ করেন, কেউ ছোট শিশু বা বয়স্ক পিতা-মাতার দেখাশোনা করেন। আবার কেউ কেউ পরদিন কাজ বা শিক্ষালয়ের জন্য প্রস্তুতির কারণে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেন।

তাই আমরা যেন এই কারণে সবকিছু পরিত্যাগ না করি যে আমরা সবকিছু সম্পূর্ণভাবে করতে পারছি না। বরং ছোট ছোট সুযোগগুলোকে কাজে লাগাই। যেমন—জামাতে নামাজ আদায় করা, আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকা, কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করা অথবা কোরআনের তিলাওয়াত শোনা। প্রতিটি আমলই যেন আমরা সচেতনভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করি। আমরা যে দোয়া ও প্রার্থনা তাঁর নিকট নিবেদন করি, তার মাধ্যমে লাইলাতুল কদর যেন আমাদের জীবন ও আমলনামায় স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

রমযানের শেষ দিনগুলোতে যখন আমরা সওয়াব অর্জনের জন্য আমাদের মনোযোগ ও শক্তি নিয়োজিত করছি, তখন আমাদের উচিত এমন বিষয় থেকে দূরে থাকা যা ফলপ্রসূ নয় বা যা সন্দেহ ও

বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে এমন বিতর্ক ও বিরোধ, যা বিভ্রান্তি ও বিভাজনের কারণ হতে পারে—যেমন চাঁদ দেখা এবং হিজরি মাসের সূচনা নির্ধারণ নিয়ে অযথা অনুমান ও তর্ক-বিতর্ক, যা বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশে ভিন্ন হতে পারে।

এ ধরনের বিতর্কের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করুন, বিশেষ করে যখন তা সুদৃঢ় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ ধরনের বিরোধ শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, বরং আমাদের রোজার সওয়াবকেও হ্রাস করতে পারে।

এই ধরনের মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর সাহাবিদের যুগ থেকেও এমন পার্থক্য দেখা গেছে। যখন এসব পার্থক্য যোগ্য আলেমদের ইজতিহাদ বা ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়, তখন তা ইসলামে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য হয়।

অতএব, আমাদের জন্য উপযুক্ত নয়—এ নিয়ে তর্ক করা, একে অপরকে দোষারোপ করা, উপহাস করা কিংবা নতুন সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। ইসলামের শিক্ষার আলোকে সঠিক মনোভাব হলো—এ ধরনের বিষয় জ্ঞানী আলেম ও বিশ্বস্ত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের অন্তরসমূহকে বিশুদ্ধ করুন, আমাদের আমলের সওয়াব সংরক্ষণ করুন এবং আমাদেরকে প্রশান্তি দান করুন। তিনি যেন আমাদেরকে **লাইলাতুল কদরের বরকত ও অনুগ্রহ লাভের তাওফিক দান করেন।**

আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَاجْعَلْ لَنا فِيهَا أَوْفَرَ الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ، وَاجْعَلْهَا لَنا لَيْلَةَ قَبُولٍ وَعِتْقٍ مِنَ النَّارِ، وَغُفْرَانٍ لِلذُّنُوبِ، وَفَوْزٍ بِالْجَنَّةِ.

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْدُ، فَيا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيمَا أَمَر، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِين، وَتابِعِي التَّابِعِين، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.